যুগান্তর

2013
20 ৬

অতিরিক্ত ফি আদায় না করতে হাইকোর্টের নির্দেশ

স্কুল কলেজে ভর্তি

যুগান্তর রিপোর্ট

স্কুল-কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি নীতিমালা-২০১১ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ফি এবং ডোনেশনের নামে অভিভাবকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত অর্থ আদায় করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নির্দেশ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

নির্দেশ : হাইকোর্টের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নেয়ার জন্য সরাসরি আদালতে আবেদন করা যাবে এবং তা আদালত অবমাননার শামিল হবে। ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধের দাবিতে করা এক রিট আবেদনের নিষ্পত্তি করে বিচারপতি নাঈমা হায়দার এবং বিচারপতি আবু জাফরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ রায় প্রদান করেন।

এছাড়া বেসরকারি স্কুল-কলেজে বাড়তি ফি আদায়ের বিষয়টি উচ্চ আদালতের 'ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণে' থাকবে বলে জানিয়েছেন হাইকোর্ট। আদেশে বলা হয়, বিষয়টি আদালতের পর্যবেক্ষণে থাকবে, তবে প্রতিকারের জন্য আবেদনকারীদের আদালতে আসতে হবে। রিটটিকে 'কন্টিনিউয়াস মেন্ডামাস' করে দিয়েছে। অর্থাৎ, এই রিটের অধীনে আবেদনকারীরা যে কোনো সময় আদালতে প্রতিকার চাইতে পারবেন।

সরকার ২০১১ সালের ১৪ ডিসেম্বর নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির নীতিমালা করে। ওই নীতিমালায় ঢাকা মহানগরে ভর্তির জন্য সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার, ঢাকার বাইরে অন্য মহানগরীতে সর্বোচ্চ তিন হাজার এবং পৌর এলাকায় দুই হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। এ নীতিমালা কোনো প্রতিষ্ঠান লঙ্ঘন করলে তাদের এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া যাবে। এরপরও ভর্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হচ্ছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টে রিট আবেদনটি করা হয়।

২০১২ সালের ৯ জানুয়ারি রিটটি দায়ের করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) পরিচালক ফরিদা ইয়াসমিন। ওই দিনই রিট আবেদনটির প্রাথমিক শুনানি নিয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। অতিরিক্ত ফি নেয়া কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না— তা জানতে চাওয়া হয় ওই রুলে। একই সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ আদায়কারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শাস্তি প্রদানের ব্যর্থতা কেন অসাংবিধানিক ও শিক্ষার সুযোগের অধিকারের লঙ্ঘন হবে না তা জানতে চাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রিট আবেদনটির ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে আবেদনটির নিষ্পত্তি করে রায় প্রদান করা হয়। রিটের পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন, ব্যারিস্টার আশরাফুল হাদী ও ব্যারিস্টার আকবর হোসেন। রাষ্ট্র পক্ষে ছিলেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল মোখলেসুর রহমান।